দাওয়াত ও তাবলীগের নীতি ও আদর্শ

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর

GET IT ON Google Play

Download From App Store

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

হযরতওয়ালা মুফতী মনসূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম সাহেবের
চারটি বয়ানের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সারসংক্ষেপ।
বয়ানসমূহ হলোঃ

১. উলামাদের জোড়।
স্থানঃ মিরপুরের রুপনগরের আবাসিক এলাকা, ঢাকা।
তারিখঃ ১৪ ই জানুয়ারী, ২০১৮ ঈসায়ী।

২. নৈশ মাদরাসা।
স্থানঃ বছিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ।
তারিখঃ ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ ঈসায়ী।

৩. চরওয়াশপুর জামি'আ ইসলামিয়া মাদরাসা ।
স্থানঃ ওয়াশপুর, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ।
তারিখঃ ৩রা মার্চ, ২০১৮ ঈসায়ী।

৪. তাবলীগী মারকায।
স্থানঃ কবরস্থান মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ।
তারিখঃ ১৫ই মার্চ, ২০১৮ ঈসায়ী।

৫. জামি'আর আসাতিযায়ে কেরাম এবং তাবলীগের সাথীদের এক জোড়।
স্থানঃ মসজিদে আবরার, জামি'আতুল আবরার, বছিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
তারিখঃ ২রা এপ্রিল, ২০১৮ ঈসায়ী।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সূচীপত্র

ভূমিকা	৩
উম্মাতে মুহাম্মাদীঃ শ্রেষ্ঠত্ব ও দায়িত্ব	৫
আম্বিয়া আ. এর উত্তরসূরীঃ দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমারেখা	৬
দাওয়াতের পদ্ধতির ব্যাপকতা	৯
দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতা	১১
দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতঃ হযরত থানভী রহ. এর ভূমিকা	১২
অন্যান্য আকাবিরের পৃষ্ঠপোষকতা	১৪
বাংলাদেশে তাবলীগের আগমন ও তত্ত্বাবধান	১৫
তাবলীগী মেহনতের মাকসাদ কী?	১৭
ছয় উসূলের ব্যাখ্যা	১৮
মেহনতের আদব	২০
যাকারিয়া রহ. কে লেখা এক পত্র	২৩
ইতাআত করার তরীকা	২৮
ইতাআতের শরয়ী হকুম	২৯
বর্তমানে কিছু তাবলীগের সাথীদের ভ্রান্তি	৩০
ভুল স্বীকার করে সংশোধন করতে থানভী রহ. এর ভূমিকা	৩২
ভুল স্বীকারে মাওলানা ইলিয়াস রহ.এর ভূমিকা	৩৩
ভুল স্বীকারের একটি পদক্ষেপ	৩৩
ভুল হলে করণীয়	৩৩
হযরত মাওলানা সা'আদ সাহেব প্রসঙ্গ	৩৪
মাওলানা সা'আদ সাহেবের প্রসঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়	৩৫

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ভূমিকাঃ

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে দুটি রাস্তা চালু করেছেন, একটি হিদায়াত এবং জান্নাতের রাস্তা। আর অপরটি গোমরাহী এবং জাহান্নামের রাস্তা। পবিত্র কুরআনে পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

অর্থঃ আর আমি তাকে [মানুষকে] পথ দেখিয়েছি, হয়তো সে কৃতজ্ঞ হয়েছে, অথবা অকৃতজ্ঞ । [সূরা দাহর; ৩]

এ দুনিয়া হলো দারুল ইমতেহান, তথা পরিক্ষার জায়গা। এখানে বান্দা থেকে পরিক্ষা নেওয়া হবে যে, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চলে, না কি শয়তানের হুকুম অনুযায়ী চলে। এরপরের জগত হলো বারযাখের জগত, যেটা মূলত ওয়েটিং রুম। ট্রেন স্টেশনে আমি যদি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট ক্রয় করি, তবে আমার জন্য ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম থাকবে, সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট ক্রয় করলে ওয়েটিং রুমও সেকেন্ড ক্লাসের হবে, তেমনি যে দুনিয়াতে ভালো আমল করে যাবে, তার কবরের যিন্দেগীও ততটা আরামাদায়ক হবে। যার আমল খারাপ হবে, তার কবরের যিন্দেগীও কষ্টের হবে। আলমে বারযাখের পর আসবে ফলাফল প্রকাশের দিন। সেখানে আল্লাহ তা'আলা বান্দার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করবেন।

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

অর্থঃ (কেয়ামতের দিবসের দিন) একদল বেহেশতে দাখিল হবে, আর একদল দোজখে দাখিল হবে। [সূরা শুরা: ৭]

দুনিয়ার এ পরীক্ষার হলে যেন মানুষ উত্তীর্ণ হতে পারে- এ জন্য আল্লাহ তা'আলা লক্ষাধিক নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। 'আসবাবের' উপর যে গলদ ইয়াকীন মানুষের অন্তরে পয়দা হয়েছে, তা দূর করে সবকিছু আল্লাহ থেকেই হয়, তার ইয়াকীন ও বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য আম্বিয়া আ.

মানুষের দিলের উপর মেহনত করেছেন। কেননা, আসবাবের ইয়াকীন হলো শয়তানের রাস্তা, জাহান্নামের রাস্তা। আর আল্লাহ থেকে হওয়ার ইয়াকীন হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির রাস্তা, জান্নাতের রাস্তা। আপনি-আমি দেখছি যে, পিয়ন টাকা দিয়ে যাচ্ছে, আসলে পিয়ন টাকা দিচ্ছে না, বরং আপনার-আমার আত্মীয় যে বিদেশে থাকে, সে টাকা পাঠাচ্ছে। তেমনি যমীন, চাকুরী, ব্যবসা সব আল্লাহর পিয়ন। মূলত আল্লাহ দিচ্ছেন। এক পিয়ন নষ্ট হয়ে গেলে পেরেশানীর কিছু নেই, আল্লাহর আরো অনেক পিয়ন আছে, আল্লাহ তা'আলা সেই পিয়নদের মাধ্যমে দিয়ে রিযিক দিবেন।

দিল হলো দেহের রাজা, রাজা ঠিক হয়ে গেলে প্রজা ঠিক হয়ে যায়। হাদীসে পাকে নবীজি ﷺ এ কারণেই বলেছেন,

ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب "

অর্থঃ নিশ্চয় শরীরে একটি গোশতের টুকরা রয়েছে, যদি তা ঠিক হয়ে যায়, তবে পুরো শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে সম্পূর্ণ শরীরই নষ্ট হয়ে যাবে। আর তা হলো "কলব" [অন্তর]। [বুখারী; হা.নং ৫২]

আখেরী নবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামের দিলের উপর মেহনত করেছেন, সাহাবায়ে কেরামের দিল তৈরি হয়ে গেছে। ফলে যখন মদ হারাম হওয়ার ঘোষণা হয়েছে, তখন মদীনার অলি গলিতে মদের বন্যা বয়ে গেছে। কোনো সেনাবাহিনীর দরকার হয়নি, ডান্ডা-লাঠিরও দরকার হয়নি। নবীজির মেহনতের কারণে সাহাবায়ে কেরামের দিল তৈরি হয়ে গিয়েছিলো, ফলে আল্লাহর হুকুম মানাও তাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিলো। তো সারকথা হলো নবীওয়ালা মেহনতের মূল হলো মানুষের দিলের উপর মেহনত করা।

উম্মাতে মুহাম্মাদীঃ শ্রেষ্ঠত্ব ও দায়িত্ব

আমাদের ভাগ্য বড় ভালো, নবীওয়ালা সে মেহনতের যিম্মাদারী বিনা দরখাস্তে আমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। হারুন আ. এর জন্য হযরত মূসা আ. এর দরখাস্ত করতে হয়েছিলো। আমাদেরকে বিনা দরখাস্তে শেষ নবীর উম্মাত হিসাবে নবীওয়ালা মেহনত দেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান না থাকলে যেমন মেম্বার কাজ করে, তেমন যেহেতু শেষ নবীর পর আর কোনো নবী আসবে না, কাজেই এখন যিম্মাদারী আখেরী নবীর উম্মাতের উপর ন্যাস্ত হয়েছে। এ কাজের কারণে আমাদেরকে খাইরুল উম্মাত (শ্রেষ্ঠ উম্মত) উপাধি দেওয়া হয়েছে। এ কাজ না করলে আমরা এ উপাধির উপযুক্ত হবো না। চোখ দিয়ে যে না দেখে, তাকে বলা হয় অন্ধ, কান দিয়ে যদি না শোনে, তবে তাকে বলা হয় বধির। তেমনি আমরা যদি এ মেহনত না করি, তবে আমরা খাইরুল উম্মাত হতে পারবো না। কাজেই দাওয়াতের এ কাজ আমাদের জন্য করা আবশ্যক।

তবে হ্যাঁ, এ উম্মাতের উপর দাওয়াতের এ কাজ দু'ভাবে ফরয। এক. ফরযে কিফায়াহ, সবসময় কাফেরদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া । দুই. ফরযে আইন, তথা মুসলমানদেরকে তাজদীদে ঈমান এবং আমলের দাওয়াত দেওয়া। প্রথম প্রকার মুসলমানদের একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণির উপর আবশ্যক, যাদের দ্বারা কাফেরদেরকে দাওয়াত দেওয়ার দাবী পূরণ হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ১১০ নং আয়াতে ফরযে আইন দাওয়াতের দিকে আর সূরা আলে ইমরানের ১০৪ নং আয়াতে ফরযে কিফায়াহ দাওয়াতের দিকে ইশারা করেছেন। এখন এ ফরযে আইন এবং ফরযে কিফায়াহ

দু'ধরণের দাওয়াতই আমাদের জন্য আবশ্যক। উম্মাতের উপর সাধারণভাবে এবং উলামায়ে কেরামের উপর বিশেষভাবে।

আম্বিয়া আ. এর উত্তরসূরীঃ দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমারেখা

উলামায়ে কেরামকে দাওয়াতের এ যিম্মাদারী দেওয়া হয়েছে বিশেষভাবে। প্রথমত উম্মাত হিসাবে, যেমনটি উপরোক্ত দুই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং দ্বিতীয়ত আম্বিয়া আ. এর ওয়ারিস হিসাবে। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী উলামায়ে কেরামের মোট চারটি যিম্মাদারী প্রমাণিত হয়।

এক. দাওয়াত ও তাবলীগ;
দুই. তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি;
তিন. কুরআনের হুকুম আহকাম শিক্ষা দেওয়া;
চার. সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়া।

এ চার যিম্মাদারীর কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে চার স্থানে বলেছেন, এক. সূরা বাকারা:১২৯, দুই. সূরা বাকারা:১৫১, তিন. সূরা আলে ইমরান:১৬৪, চার. সূরা জুম'আ:২ নং আয়াতে। আর আমাদের ব্যাপারে নবীজি ঘোষণা করেছেন, উলামারা আম্বিয়া আ.-এর ওয়ারিস। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস নং ২১৭১৫)। নবীজি ﷺ কত লোকের প্রশংসা কতোভাবে করলেন, হাজী, গাজী, মুজাহিদ, সৎ ব্যবসায়ী! অনেকের প্রশংসা নবীজি ﷺ করেছেন। কিন্তু কাউকেই নবীজি ওয়ারিস বলেন নি। একমাত্র উলামায়ে কেরামকে ওয়ারিস বলেছেন। প্রথমে বুঝতে হবে আমাদেরকে যে, আমাদেরকে ওয়ারিস কেনো বললেন? ওয়ারিস না বলে "খুলাফাউল আম্বিয়া" [আম্বিয়া আ. -এর খলিফা বা প্রতিনিধি], অথবা "নায়েবুল আম্বিয়া" [নবীগণের স্থলাভিষিক্ত], বা "কায়িমুন মাকামাল আম্বিয়া" [নবীগণের স্থলাভিষিক্ত] কেন বললেন না? ওয়ারিস বলার মৌলিক কারণ বা ফায়দা দুটিঃ

এক নম্বর ফায়দাঃ দুনিয়াতে কারো ওয়ারিস হতে গেলে মৃতের সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হয়। যেমন, আমি তার ছেলে, আমি তার ভাই.. ইত্যাদি। সম্পর্ক উল্লেখ না করে মীরাছ দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। যেমন কারো মৃত্যুর পর কেউ এসে বললো, আমি তার গ্রামের লোক, আমি তার সাথে একই পার্টি করতাম, তাই মীরাছ নিতে এসেছি। এ ধরণের কথা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। এখানে নবীজি ﷺ ইশারা করেছেন, যদি কেউ নিজেকে আলেম দাবী করে, তবে সে নবীজি ﷺ পর্যন্ত সম্পর্ক বয়ান করতে পারে কি না? তার উস্তাদ কে? তার উস্তাদ কে? তার উস্তাদ কে? এভাবে আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সে সম্পর্ক বয়ান করতে পারি কি না? এটা আগে তালাশ করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা নবীজি ﷺ পর্যন্ত আমাদের সম্পর্ক বয়ান করতে পারবো। কেননা, আমাদের উস্তাদগণ তাদের সনদ, তাদের থেকে নিয়ে ইমাম বুখারী রহ. পর্যন্ত বয়ান করে দিয়েছেন। আর ইমাম বুখারী রহ. থেকে নিয়ে নবীজি ﷺ পর্যন্ত সনদ তো বুখারীতেই উল্লেখ আছে। একই কথা মুসলিম শরীফ সহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবের ব্যাপারে প্রযোজ্য। তো ওয়ারিস বলার একটা ফায়দা এটা হয়ে গেলো যে, রাসূল ﷺ উম্মাতকে নিষেধ করলেন যে, কেউ নিজেকে আলেম দাবী করলেই তোমরা তার বয়ান শুনবে না; বরং আগে দেখো যে, তার সনদ আছে কি না? এর দ্বারা মওদূদী, জাকির নায়িক প্রমুখ সবাই বাদ পড়ে গেছে। কেননা, তাদের কারো কোনো সনদ নেই।

দুই নম্বর ফায়দাঃ যে ব্যক্তির ওয়ারিস হয়, তাকে বলা হয় "মুরিস"। নিয়ম হলো, ওয়ারিস যে হবে সে মুরিসের সকল সম্পত্তির মধ্যে ওয়ারিস হবে। কাজেই নবীজি ﷺ যত কাজ রেখে গেছেন, উলামায়ে কেরাম তার সকল কাজের ওয়ারিস। তাবলীগেরও ওয়ারিস, তাযকিয়ারও ওয়ারিস, তালীমে কুরআনেরও ওয়ারিস, তালীমে সুন্নাহরও

ওয়ারিস। চারটি কাজেরই ওয়ারিস। নবীজি ﷺ এর ওয়ারিস হিসাবে চারটা কাজই আমাদের দায়িত্ব। এ চারকাজের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি কাজের মধ্যে "তাকসীমে কার" বা "কর্মবণ্টন" আছে। অর্থাৎ উলামায়ে কেরামের একেকজন একেক দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু দাওয়াতের এ কাজের মধ্যে কোনো তাকসীমে কার নেই; বরং এ কাজ সকল উলামায়ে কেরামকেই করতে হবে। যিনি মাদরাসায় খেদমত করছেন, তারও করতে হবে। যিনি খানকায় মেহনত করছেন, তারও করতে হবে। সবার উপর এ কাজ আবশ্যক। সারকথা, দাওয়াতের এ কাজ উম্মাতের সকল ব্যক্তির উপর যেমন ব্যাপক অর্থে ফরয, তেমনি উম্মাতের উলামা শ্রেণির উপর তা বিশেষভাবে ফরয।

কাজেই উলামায়ে কেরামকেও এ কাজ করতে হবে, বরং এ কাজের যিম্মাদারীও তাদের নিতে হবে। কেননা, ইলম ছাড়া নেতৃত্ব, ফেতনা-ফাসাদ এবং গোমরাহীর পথ। হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে হযরতজীর দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করে বলেন, "হযরত মাওলানার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, যে পর্যন্ত হক্কানী উলামায়ে কেরামের সতর্ক দৃষ্টি এই কাজের প্রতি আকৃষ্ট না হবে এবং যে পর্যন্ত তাঁরা দাওয়াত ও তাবলীগের এই নাযুক খেদমতের পরিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা না করবেন, সে পর্যন্ত কাজের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। এজন্য তাঁর আন্তরিক আকাংক্ষা ছিল, এ কাজের যোগ্য লোকেরাই যেন তাঁদের মেধা ও খোদাপ্রদত্ত প্রতিভা সহকারে দাওয়াতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। একমাত্র তাঁদের কোরবানী দ্বারাই ইসলামের বাগান প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে, তাঁদের মাধ্যমেই কেবল এই পবিত্র বৃক্ষের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠা সম্ভব। [দীনী দাওয়াত, পৃ. ৯৯] এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের কাছে তিনি বয়ান বক্তৃতার মৌখিক সহযোগিতাই চাচ্ছিলেন না। বরং এ যুগের উলামায়ে কেরামের কাছে তাঁর আবদার ছিলো এই যে, তাঁরা তাদের

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

পূর্বসুরীদের অনুসরণে দীন প্রসারের আমলী মেহনত-মোজাহাদায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে হকের পয়গাম পৌঁছাবেন। শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেবকে লেখা এক চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন,

“লম্বা সময় ধরে আমি এই ধারণা পোষণ করে আসছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আলেম সমাজ দীন প্রচারের জন্য সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করাঘাত করা শুরু না করবেন এবং জনসাধারণের মত তাঁরাও শহরে-গ্রামে এ কাজের জন্য সময় লাগাতে শুরু না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাজ পূর্ণতায় পৌঁছতে পারবে না। কেননা বাস্তব কর্মক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর কাজের যে প্রভাব পড়বে, তাঁদের অগ্নিঝরা বক্তৃতার মাধ্যমে সে প্রভাব পড়বে না। আমাদের আকাবিরগণের জীবনীতেও এমনই দেখা যায়, যা সম্পর্কে আপনাদের মত আলেমগণ ভালোই জানেন।” [সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী রহ. কৃত-হযরত মাওলানা ইলিয়াস আওর উনকী দীনী দাওয়াত: পৃ. ১০০]

দাওয়াতের পদ্ধতির ব্যাপকতাঃ

তবে মনে রাখতে হবে যে, দাওয়াতের পথ ও পদ্ধতি বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এ জন্যই বলেছেন, “আমাদের এই তাবলীগী আন্দোলন দীনী তালীম ও তরবিয়ত বিস্তার করা এবং দীনী যিন্দেগী ব্যাপকভাবে প্রচার করার আন্দোলন। [মাওলানা মানযূর নোমানী রহ. কৃত-মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস; মালফুয নং ১৩৫]

মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর এ মালফুযাত দ্বারা বুঝা যায় যে, দাওয়াতের মূল লক্ষ্য হলো, প্রত্যেকের কাছে অন্যের দীনী ইলমের যে আমানত রয়ে গেছে, তা সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া। সুতরাং মাকসাদ যদি হয় ইলম এবং দীনী আমানত পৌঁছে দেওয়া, তবে এ পৌঁছে

দেওয়ার সকল মাধ্যমই দাওয়াত হিসাবে ধর্তব্য হবে। কাজেই উম্মাতের কাছে দীন পৌঁছানোর নবীওয়ালা সকল জায়িয পদ্ধতিই দাওয়াতের অন্তর্ভূক্ত যেমন, দীনী বইপুস্তক লেখা, দীনী ওয়াজ মাহফিল করা, তালেবে ইলমকে শিক্ষা দেয়া, ইত্যাদি।

সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ দীনী দাওয়াত-এ উল্লেখ করেছেন যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কোনো সাধারণ সাথী যদি দাওয়াতের কাজের প্রতি সাধারণ আলেম সমাজের অনীহা বা অনাগ্রহ সম্পর্কে অভিযোগ করতেন, তাহলে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. বিরক্ত হয়ে বলতেন, "তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-কৃষি ইত্যাদি নিছক দুনিয়াদারি ত্যাগ করে এ কাজে আসতে কত ইতস্তত করে থাক, আর উলামায়ে কেরাম যেসব কাজ করেন, সেগুলো তো দীনের কাজ। তারা তাদের কাজ ছেড়ে এত সহজে চলে আসবেন, এমন আশা কর কেন? তাদের প্রতি তোমাদের অভিযোগ কেন?" জনসাধারণকে সম্বোধন করে তিনি আরো বলতেন, "যদি হাযারাত উলামায়ে কেরাম এই কাজের দিকে মনোযোগ কম দেন কিংবা অংশ গ্রহণ না করেন তাহলে তাদের অন্তরে যেন উলামায়ে কেরামের প্রতি কোন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন না করে। বরং এটা বুঝা উচিৎ যে, উলামায়ে কেরাম আমাদের থেকেও গুরত্বপূর্ণ কাজে মশগুল আছেন যার ফলে তারা আমাদেরকে সময় দিতে পারছেন না। তারা তো গভীর রজনীতেও ইলমে দীনের খেদমতে মশগুল থাকেন যখন অন্যরা আরামের নিদ্রায় বিভোর হয়ে থাকে।" [মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস; মালফুয নং ৫৪]

কাজেই নবীওয়ালা তরীকায় দীন পৌঁছানোর সকল জায়িয মাধ্যমই তাবলীগ হিসাবে গন্য হবে। উলামায়ে কেরাম দীনের যে খেদমতে ব্যস্ত রয়েছেন, সব খেদমতই তাবলীগ হিসাবে ধর্তব্য হবে। কিন্তু, দাওয়াতের এ সকল পদ্ধতির পাশাপাশি হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. দাওয়াতের

মেহনতের যে ধারা শুরু করেছেন, সে পদ্ধতিতেও আমাদের আওয়াম, খাওয়াস জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে উলামা শ্রেণী সকলেরই অংশগ্রহণ করা উচিত। কেননা, এ পদ্ধতি উম্মাতের সব তবকার কাছে খুব সহজে দীন পৌঁছানো যায়। ফলে জনসাধারনের জন্য যেমন তাদের দাওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া সহজ, তেমনি উলামায়ে কেরামের জন্যও তাদের ইলমী আমানত উম্মাতের সব তবকার কাছে পৌঁছে দেওয়া সহজ। দ্বিতীয়তঃ দাওয়াতের একটি মাকসাদ হলো ইলম পৌঁছানো, কাজেই আহলে ইলম তথা উলামায়ে কেরামই এ দাওয়াতের কাজের সবচেয়ে বেশি হকদার হবে।

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতা

উলামায়ে কেরাম যেহেতু এ কাজের বেশি হকদার, কাজেই আল্লাহ তা'আলা দাওয়াতের এ প্রচলিত পদ্ধতিকেও শুরু করেছেন উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতায়। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. তার এই মোবারক মেহনত আমাদের আকাবিরদের পরামর্শ, সমর্থন এবং সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু করেছিলেন। ফলে এ মেহনত নিযামুদ্দীন থেকে সারা বিশ্বে এমনকি বাংলাদেশেও ছড়িয়েছে উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে।

মাওলানা ইলিয়াস রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তান। তিনি পুরো দশ বছর মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর সোহবতে কাটিয়েছেন। এরপর দারুল উলূম দেওবন্দে গিয়ে শাইখুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ. এর কাছে বুখারী ও তিরমিযী শরীফ পড়েন। শাইখুল হিন্দের নির্দেশক্রমে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. এর হাতে বাইয়াত হন। পরবর্তীতে হযরত সাহারানপুরী রহ. এর পরামর্শে এবং হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি দাওয়াতের এ মোবারক কাজ নিযামুদ্দিনে শুরু করেন। [আবুল হাসান আলী নদভী

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

রহ. কৃত ‘মাওলানা ইলিয়াস আওর উনকী দীনী দাওয়াত’ পৃ.৪৮, ৫১, ৫২, ৫৯]

ফলে দারুল উলূম দেওবন্দ, হযরত গাঙ্গুহী রহ. ও শাইখুল হিন্দ রহ.-এর ‘ফয়য’ এবং হযরত সাহারানপুরী ও থানভী রহ. এর পরামর্শ, পৃষ্ঠপোষকতা এবং দু‘আর বরকতে মাওলানা ইলিয়াস রহ. দাওয়াত ও তাবলীগের এ মহান সূচনা করতে সক্ষম হন।

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতঃ হযরত থানভী রহ. এর ভূমিকা

হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. ছিলেন মুজাদ্দিদুল মিল্লাত। আল্লাহ তা‘আলা তার মাধ্যমে “তাজদীদে দীন” তথা উম্মাতের মাঝে দীনের যে বিষয়গুলো দীন থেকে বের হয়ে গিয়েছে, তা দীনের মধ্যে দাখেল করেছেন এবং দীনের নামে উম্মাতের মাঝে যেসব কুসংস্কার চালু হয়েছিলো, সেগুলোর মূলোৎপাটন করে সহীহ দীনকে উম্মাতের মধ্যে যিন্দা করার মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। হযরতের বিশিষ্ট খলীফা প্রফেসর হযরত মাওলানা আব্দুল বারী সাহেব রহ. হযরতের তাজদীদী ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের উপর মূল্যবান চারটি কিতাব লিখেছেনঃ এক. জামিউল মুজাদ্দিদীন; দুই. তাজদীদে মাআশিয়াত; তিন. তাজদীদে তাসাউফ ও সুলূক এবং চার. তাজদীদে তালীম ও তাবলীগ। তালীম এবং তাবলীগের বিষয়েও যে হযরত থানবী রহ. মুজাদ্দিদ ছিলেন, চতুর্থ কিতাবটিতে তারই বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. বস্তী নিযামুদ্দীন-এ পিতা এবং বড় ভাইয়ের উত্তরসূরী হিসাবে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত শুরু করেছিলেন, তা মূলত হযরত থানভী রহ. এর মাশওয়ারা, দু‘আ এবং সমর্থনের মাধ্যমেই উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। “আশরাফু সাওয়ানেহ” [আশরাফ চরিত] গ্রন্থে হযরত থানভী রহ .এর বেশকিছু চিঠিপত্র রয়েছে,

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যাতে তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীদেরকে এ কাজের ব্যাপারে পরামর্শ এবং সুসংবাদ শুনিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রফেসর আব্দুল বারী রহ. "তাজদীদে তালীম ও তাবলীগে" কিতাবের মধ্যে এ মর্মে বলেন, "আমি একবার বস্তী নিযামুদ্দীন-এ হযরত ইলিয়াস রহ. এর দরবারে উপস্থিত হলাম। যতদূর মনে পড়ে উপস্থিতির দ্বিতীয় দিনই 'নূহ' এলাকায় তাবলীগের একটি বড় ইজতেমা ছিলো। হযরত [ইলিয়াস রহ.] আমাকে তাগিদ দিয়ে সাথে নিয়ে গেলেন। দু'তিন দিন সার্বক্ষণিক হযরতের সোহবতে থেকে তাবলীগের কাজ পর্যবেক্ষণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হওয়ার পর যখন দিল্লী থেকে সোজা 'থানাভবন'-এ উপস্থিতির সময় হয়ে এলো, তখন হযরত এ কথা বললেন যে, **এ কাজের বরকত মূলত হযরত [থানভী রহ.]-এর দু'আরই ফসল!** সাথে এ কথাও বললেন, "হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আমার সালাম পেশ করবেন। এখানের কাজের বিবরণ শোনাবেন। এর জবাবে হযরত যা কিছু বলেন, অবশ্যই আমাকে তা লিখে জানাবেন!" আমি যখন হযরতের দরবারে উপস্থিত হলাম এবং হযরতকে বাংলাওয়ালী মসজিদ থেকে নিয়ে নূহ পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের কর্মকান্ডের উপর নিজের অভিব্যক্তি পেশ করলাম, তখন হযরত বললেন, "আসল কাজ তো এটাই"! [তাজদীদে তালীম ও তাবলীগ : পৃ. ১৭৩]

থানভী রহ. এর ইন্তেকালের পর বিগত জীবনে তাঁর এই পৃষ্ঠপোষকতার কারণে হযরতজী ইলিয়াস রহ. ও দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীদেরকে থানভী রহ. এর জন্য বেশি বেশি কুরআন পাঠ করে তার উদ্দেশ্যে ঈসালে সওয়াবের জন্য, তার কিতাবগুলো পাঠ করার জন্য, তার সোহবাতপ্রাপ্ত বুযুর্গানে দীনের সংশ্রব গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিতেন। সাথে সাথে এ কথাও বলতেন যে, "হযরত মাওলানা থানভী রহ. বহুত বড় কাজ করেছেন, আমার দিল চায় যে, তালীম হবে তার তরীকায়, আর তাবলীগ হবে আমার তরীকায়। এভাবে তার তালীম ব্যাপক হয়ে

যাবে"। [সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী রহ. কর্তৃক সংগৃহিত ও সংকলিত 'মাকাতিব হযরত মাওলানা ইলিয়াস':[১] পৃ. ১৩৭ (মেওয়াতিদের প্রতি প্রেরিত ১নং চিঠি)] ।

অন্যান্য আকাবিরের পৃষ্ঠপোষকতা

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. লিখেছেন যে, "হযরত মাওলানার ধারণায় এই সমস্ত উলামায়ে দীনের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত জরুরী ছিল, যা ছাড়া তিনি এই কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ এবং আশঙ্কাজনক মনে করতেন"। [দীনী দাওয়াতঃ পৃষ্ঠা, ৮০]

এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইলিয়াস রহ. দাওয়াতের কাজ শুরু করার পর সর্বপ্রথম যখন আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য জামা'আত তৈরি হয়, তখন তিনি এ জামা'আতকে হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. এর কাছে প্রেরণ করেন, তার পরামর্শ এবং সমর্থন লাভের আশায়। ২৮, ২৯, ৩০ নভেম্বর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে 'গোড়গানওয়াঁ' জেলার নূহ অঞ্চলে এক বিরাট তাবলীগী ইজতিমা হয়, সেখানে মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.- যিনি মজমায় জুম'আর নামায পড়িয়েছিলেন এবং মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. সহ অনেকেই শরীক ছিলেন। [দীনী দাওয়াত : পৃষ্ঠা. ১১৫]

বিভিন্ন সময়ে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাশওয়ারার জন্য আকাবিরদের একত্রিত করতেন। যেখানে

---

[১] *দারুল উলূমের উল্লিখিত "ওজাহাতনামা" জন্য পাঠক দারুল উলূমের ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারেনাগ্রন্থটি মূলত হযরত মাওলানা ইলইয়াস রহ. এর বেশকিছু চিঠিপত্র (মোট ৬৫টি)-এর সংকলনা যার মধ্য হতে ৩৪টি চিঠি হযরত পাঠিয়েছিলেন এ কিতাবের সংকলক হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী রহ.-এর কাছে, এরপরের ৫টি চিঠি পাঠিয়েছিলেন মিয়াজী মুহাম্মাদ ঈসা রহ. এর কাছে, অবশিষ্ট ২০টি চিঠি বিভিন্ন সাথীদের কাছে প্রেরণ করেছেনা (কিতাবের ভূমিকা দ্র.)*

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা ক্বারী তাইয়্যিব সাহেব, মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব, দিল্লীর আব্দুর রব মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ শফী সাহেব, সাহারানপুর মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার নাযিম মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহেব, দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদ মাওলানা ইযায আলী সাহেব ও শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব, মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. সহ যুগশ্রেষ্ঠ অনেক আলেম ও বুযুর্গানে দীন উপস্থিত হতেন। [দীনী দাওয়াত পৃষ্ঠা. ১২৬-১২৭]

সারকথা, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের অধিক যোগ্য এবং হকদার হলেন উলামায়ে কেরাম এবং তারাই এ মোবারক মেহনতের বাগানে পানি সিঞ্চন করেছেন। তারাই এ কাননের রক্ষাণাবেক্ষণকারী। তবে হ্যাঁ, জনসাধারণ যারা এ নূরানী মেহনতের সাথে শরীক হয়েছেন, তারাও নূরানী হয়ে গিয়েছেন।

বাংলাদেশে তাবলীগের আগমন ও তত্ত্বাবধান

বাংলাদেশে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর পদ্ধতিতে দাওয়াত ও তাবলীগের যে কাজ শুরু হয়েছিলো, সেটাও মূলত থানভী রহ. এর এক শাগরিদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা শুরু করেছিলেন। তিনি হলেন মুজাহিদে আজম শামসুল হক ফরিদপুরী (সদর সাহেব হুজুর) রহ.। হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর দরবার থেকে বাংলাদেশে আসার পর হযরত সদর সাহেব রহ. মাওলানা আব্দুল আজীজ রহ. কে হিন্দুস্তানে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শিখে আসার জন্য পাঠান। আব্দুল আজীজ রহ. প্রথমত কলকাতা মারকাযে, এরপর দিল্লীর নিযামুদ্দিন মারকাযে হযরতজী ইউসুফ রহ. এর সোহবাতে থেকে এ কাজ শিখে এসে বাংলাদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত আরম্ভ করেন। বাংলাদেশে প্রথম মারকায ছিলো বাগেরহাটের উদয়পুর মাদরাসার মসজিদ, যার

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মুহতামিম ছিলেন বড় হুজুর মাওলানা আব্দুল আজীজ রহ. এর শ্বশুর। দ্বিতীয় মারকায: ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে খুলনা জেলার তেরখাদা থানাধীন বামনডাঙ্গায় বড় হুজুরের নিজ গ্রামে। তৃতীয় মারকায: দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে বড় দীনী প্রতিষ্ঠান; ঐতিহ্যবাহী জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম খুলনা সংলগ্ন তালাবওয়ালী মসজিদ। চতুর্থ মারকায: চতুর্থ পর্যায়ে মারকায নির্ধারিত হয় লালবাগ শাহী মসজিদ। (তখন ছদর সাহেব রহ. লালবাগ জামি'আ কুরআনিয়ার মুহতামিম ছিলেন।) পঞ্চম মারকায: একসময় লালবাগ শাহী মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ইজতিমার সুবিধার্থে কেল্লার উত্তর-পশ্চিম দিকে মাঠ সংলগ্ন খান মুহাম্মাদ মসজিদকে মারকায করা হয়। ষষ্ঠ মারকায: কিছুদিন পর এখানেও জায়গা হচ্ছিল না। সদর সাহেব রহ. শহরের ভেতরে বড় মাঠ সংলগ্ন কোন মসজিদ দেখতে বললেন। তখন রমনা পার্ক সংলগ্ন মোঘল আমলে তৈরি মালওয়ালী মসজিদের সন্ধান মিললো; কিন্তু আয়তনে খুব ছোট। সদর সাহেব রহ. বললেন, প্রয়োজনে পার্কের জায়গা বরাদ্দ নিয়ে মসজিদ বড় করা যাবে। এটাই মারকায হোক। ছয় উসূলের মেহনতের সেই ষষ্ঠ মারকাযই আজকের ঐতিহাসিক কাকরাইল মসজিদ। এসব মারকাযে তখন মুকীম হিসেবে কেউ থাকতেন না; সবাই আসা-যাওয়া করে কাজ করতেন। একমাত্র বড় হুযূর রহ. সব মারকাযেই একা পড়ে থাকতেন।

তো হিন্দুস্তানে যেমন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু হয়েছিলো উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে, তেমনি বাংলাদেশেও [বরং পুরো পৃথিবীতে] তা শুরু হয়েছে উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে। আর এ কথা স্বীকৃত যে, যে দীনী কাজ যামানার হক্কানী উলামায়ে কেরাম সমর্থন করবেন, নিঃসন্দেহে তা হক এবং মকবুল কাজ। কেননা, নবীজির যবানে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, উম্মাত ঐক্যবদ্ধভাবে কখনোই ভ্রষ্টতার উপরে একমত হবে না। কাজেই এ হক

কাজ এখন আমাদের আওয়াম খাওয়াস সকলেরই করতে হবে এবং দীনী কাজ হওয়ায় এর তত্ত্বাবধানও করতে হবে উলামায়ে কেরামকে, যেমনটি করেছেন আমাদের আকাবির রহ.। তবে এ কাজ করার আগে এ কাজের মাকসাদ কী? এবং এ কাজ করার তরীকা আর আদাব কী? তাও জানতে হবে।

তাবলীগী মেহনতের মাকসাদ কী?

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. তার 'মালফুযাত এবং মাকাতিব'-এর মধ্যে কয়েকটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

১. সকল জায়গায় উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন এবং দুনিয়াদারদের মাঝে মেলামেশা ও সৌহার্দ্য ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা [মালফুযাতে মাওলানা ইলিয়াস; মালফুয নং ১০২]

২. তিন জিনিসকে যিন্দা করা; যিকির, তালীম এবং তাবলীগ। অর্থাৎ তাবলীগের জন্য বের হওয়া যেন সাথীদেরকে যিকির এবং তালীমের প্রতি আরও বেশি গুরুত্ববান করে তোলে। [মাকাতিবে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ., মেওয়াতীদের প্রতি লিখিত ১নং চিঠি]

৩. তিন তবকার লোকদের নিকট তিন উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে যাওয়া উচিৎ।

এক. উলামায়ে কেরাম এবং বুযুর্গানে দীনের খেদমতে দীন শিখা ও দীনের ভাল তা'ছীর হাসিল করার জন্য।

দুই. নিজ হতে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মাঝে দীনী কথা বার্তা প্রচার করে নিজের দীনের মধ্যে মযবুতি হাসিল করা এবং নিজের দীনকে পরিপূর্ণ করার জন্য।

তিন. বিভিন্ন লোকদের নিকট তাদের ভাল গুণাবলী হাসেল করার জন্য। [মালফুযাতে মাওলানা ইলিয়াস রহ., মালফুয নং ৮৬]

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৪. এক কথায়, সমস্ত মুসলমানদেরকে নবীজির আনীত দীন, অর্থাৎ ইসলামের পুরো ইলমী এবং আমলী নেযামের সাথে উম্মাতকে সম্পর্কযুক্ত করে দেওয়া। [মালফুযাতে মাওলানা ইলিয়াস রহ., মালফুয নং ২৪]

এ কারণেই হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ. ছয়টি উসূল বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে ইসলামের পুরো ইলমী এবং আমলী নেযামের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে কাজ করার সময় কাজের মাকসাদ এবং ছয় ছিফাতের সঠিক ব্যাখ্যা স্বরণ রাখা আবশ্যক।

ছয় উসূলের ব্যাখ্যা

দাওয়াত ও তাবলীগে যে ছয়টা সিফাতের কথা বলা হয়, এগুলোর একটা নির্দিষ্ট মাকসূদ আছে। এগুলোর মাকসূদ হলো সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে পাঁচটা বিষয় বলা। এই পাঁচটা বিষয় হলো দীনের মৌলিক কাজ। ১. শিরক মুক্ত ঈমান, ২. ইবাদত বন্দেগী সুন্নাত তরীকায় করা, ৩. মু'আমালাত তথা রিযিক হালাল রাখা, ৪. মু'আশারাত, তথা বান্দার হক আদায় করা, ৫. তাযকিয়া তথা অন্তরের দশটা রোগের চিকিৎসা করা। মাওলানা হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এই আয়াতকে পুরা দ্বীনের খুলাসা বলেছেন। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেবকে রহ. এর দিলে যে ছয় সিফাত ঢেলেছেন, তা মূলত এ আয়াতেরই খোলাসা।

কালিমা প্রসঙ্গঃ ঐ ছয় ছিফাতের মধ্যে যে কালিমা আছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য শিরক মুক্ত ঈমান। শুধু যতটুকু বলা হয়, আল্লাহর থেকে সব কিছু হয়, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না, এর সাথে শিরিকমুক্ত ঈমানও শিখতে হবে। একটা শিরক করলে পুরা ঈমান বাতিল।

নামায প্রসঙ্গঃ এই নামায অর্থ শুধু নামায না। বরং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কাফন দাফন, ইবাদত বলতে যা বুঝায়। নামাযের জন্য সূরা-কিরা'আত, মাসআলা-মাসাইল শিখতে হবে এবং বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা আমলে পরিণত করতে হবে। বাস্তব প্রশিক্ষণ ছাড়া সহীহ নামায শিক্ষা করা সম্ভবপর নয়।

ইকরামুল মুসলিমীন প্রসঙ্গঃ ইকরামুল মুসলিমীন বলে দুটো বিষয় বুঝানে হয়েছে। এক নম্বর হলো, মু'আমালাত। ভাইদের সাথে যে লেনদেন করা হবে, এটা সহীহভাবে করতে হবে। ইকরামের সাথে করতে হবে। এজন্য ঐ আয়াতে বলা হয়েছে "والموفون بعهدهم إذا عاهدوا" মু'আমালাতে কথা রক্ষা করবে, ভাইকে ঠঁকাতে চেষ্টা করবে না। ইকরামুল মুসলিমীনের দুই নম্বর হলো মু'আশারাত। এ জন্য ঐ আয়াতে বলা হয়েছে "وآت المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين" বান্দার হক। ইকরামুল মুসলিমীন থেকে এটা মাথায় আনতে হবে যে, আমার আব্বা-আম্মা বেঁচে থাকলে সাতটা হক, মরে গেলে আরো সাতটা হক। আমার বিবির এই এই হক। সন্তানের আসল হক তাকে মুসলমান বানানো। সারকথা হলো, ইকরামুল মুসলিমীনের প্রয়োগস্থল হলো মু'আমালা ও মু'আশারা।

তাসহীহে নিয়ত প্রসঙ্গঃ তাসহীহে নিয়ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আত্মশুদ্ধি। অর্থাৎ অন্তরের দশটা রোগ দূর করো, দশটা গুন অর্জন করো। তাসহীহে নিয়ত দশটা গুনের একটা। আরো নয়টা গুন আছে। দশটা রোগ দূর করতে হবে। তাকাব্বুর দূর করতে হবে, হাসাদ দূর করতে হবে, যবানের হিফাযত শিখতে হবে ইত্যাদি। ইমাম গাজালী রহ. তাবলীগে দীন কিতাবে দশটা গুন ও দশটা রোগের বয়ান করেছেন, এই কিতাব বাংলা হয়ে গিয়েছে।

তাহলে এ পাঁচটা কথার মধ্যে পুরা দীন তথা আকাইদ, ইবাদাত, ইকরামুল মুসলিমীনে মু'আমালাত মু'আশারাত, আর তাসহীহে নিয়তের মধ্যে আত্মশুদ্ধি।

ইলম ও যিকির এবং তাবলীগ প্রসঙ্গঃ এখন হলো, এই পাঁচটা ছিফাত আমার মধ্যে আসবে কিভাবে? আসার জন্য এখানে দুটো পয়েন্ট রাখা হয়েছে। ১. আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, ২. ইলম ও যিকির। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে দীনের উপর চলার আগ্রহ সৃষ্টি করো এবং উলামায়ে কেরাম থেকে মাসআলা-মাসাইল শিখো, যিকির শিখো, বিশেষভাবে সবচেয়ে বড় যিকির অর্থাৎ সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিখো।

এই হলো, ছয় ছিফাতের খোলাসা, আর তার বাস্তবতা আমি এখন যা বললাম এই। ছয় ছিফাতকে যদি আমরা এভাবে বুঝতে পারি, তাহলে মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ. (আল্লাহ ওনাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের আ'লা মাকাম নসীব করেন) যেটা বুঝাতে চেয়েছেন তা হবে।

মেহনতের আদবঃ

১. দাওয়াত ও তাবলীগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো- (যা আওয়াম-খাওয়াস, উলামা-জনসাধারণ সকলের জন্যই মনে রাখা আবশ্যক) এ মেহনতের দ্বারা সর্বপ্রথম নিজের হিদায়াতের নিয়ত, নিজের ঈমান মজবুত করার নিয়ত। দ্বিতীয়ত যাকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, তার হিদায়াতের নিয়ত করা। আজ সমস্ত 'দীনী তাহরীক' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে , এর একটি মৌলিক কারণ হলো যে, মেহনতের দ্বারা অন্যের ইসলাহ এবং সংশোধনের নিয়ত করা হয়। নিজের সংশোধনের নিয়ত করা হয় না। পবিত্র কুরআনে কারীমে সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ তা'আলা এক মুমিন বান্দার ঘটনার মাধ্যমে দাওয়াতের আদব শিক্ষা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দিয়েছেন যে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে সম্বোধন করতে হবে নিজেকে এবং সর্বপ্রথম মাকসাদ হবে নিজের হিদায়াত। [সূরা ইয়াসীন; আয়াত ২২]

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

মাওলানা ইলিয়াস রহ. ও বলেছেন যে, "আমাদের এই দীনী দাওয়াতের কাজেরত সমস্ত সাথীদের একথা ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া উচিৎ যে, তাবলীগ জামাতে বের হওয়ার উদ্দেশ্য শুধু অন্যকে পৌঁছানো ও বাতলানো নয়। বরং এর দ্বারা নিজের ইসলাহ এবং তালীম ও তরবিয়তও উদ্দেশ্য। [মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস, মালফুয নং ১৩৪]

২. হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর মালফুযাত, মাকাতিব খুব বেশি বেশি পড়তে হবে। কেননা, তার মালফুযাত এবং মাকাতিবের মধ্যে এ কাজের সঠিক নকশা দেয়া হয়েছে। উলামা এবং আওয়াম সকলের জন্যই তাতে হিদায়াত এবং দিক নির্দেশনা রয়েছে। বিশেষ করে যখন দাওয়াত ও তাবলীগ নিয়ে ফেতনা হচ্ছে, তখন এ বিষয়ের প্রথম মুরুব্বীর দিক নির্দেশনা ছাড়া এ ফেতনা থেকে উত্তোরণ সম্ভব নয়।

৩. এ আদব দুটি ছাড়াও বিশেষভাবে উলামায়ে কেরামের জন্য এ মেহনতের সময় মনে এ কথা রাখতে হবে যে, আমার কাছে পুরো উম্মাতের দীনী আমানত রয়ে গিয়েছে। আমি ব্যবসায়ীদের জন্য "কিতাবুল বুয়ূ" পড়েছি, আমি কৃষিজীবিদের জন্য "কিতাবুল মুযারআত, মুসাকাত" পড়েছি, আমি বিচারক ও শাসনকর্তাদের জন্য "কিতাবুল হুদূদ, কিতাবুল কাযা" ইত্যাদি পড়েছি, আমি সরকারী আমীন [জমি পরিমাপকারী]-এর জন্য "কিতাবুল ফারায়েয, কিতাবুল কিসমাহ" পড়েছি। কাজেই ব্যবসায়ী, কৃষিজীবি, শাসনকর্তা, সরকারী আমীন তথা পুরো উম্মাতের আমানত আমার কাছে রয়ে গেছে। কাজেই আমি উম্মাতের দ্বারে দ্বারে যাবো সেই আমানত পৌঁছে দেওয়ার জন্য। উম্মাত

হিসাবে, ওয়ারিসে আম্বিয়া হিসাবে “নিয়াবাতে নববী” এর দায়িত্ব পালনের জন্য আমি আল্লাহর রাস্তায় বের হবো।

৪. আর জনসাধারনের জন্য দাওয়াতের এ মেহনত করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব রয়েছেঃ

ক. দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাধ্যমে কেবল দীনের উপর চলার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, এখন এ আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে দীনী মাসাইল শিখতে হবে এবং হক্কানী পীর-মাশায়েখের কাছ থেকে আত্মশুদ্ধির মেহনত করতে হবে।

মাওলানা ইলিয়াস রহ. নিজেই বলেছেন যে, ‘ইলম ও যিকির হাসিল করার তরীকা হলো যে, এই সাথীদেরকে আহলে ইলম এবং আহলে যিকিরগণের নিকট পাঠানো হবে, যেন এরা তাঁদের তত্ত্বাবধানে তাবলীগও করে এবং তাঁদের ইলম ও সাহচর্য দ্বারা উপকৃতও হয়। [মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস, মালফুয নং-৫৪]

একদিন ফজর নামাযের পর যখন এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী সাথীদের নিযামুদ্দীন মসজিদে একটি মজমা হচ্ছিল এবং হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. তখন এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়েও উচ্চ আওয়াযে কথা বলতে পারছিলেন না, তখন তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে এক খাস খাদেমকে ডাকালেন এবং তার মাধ্যমে পূরা জামাতকে এই কথা বলে পাঠালেন যে, আপনাদের এই সমস্ত ঘুরা ফেরা (তাবলীগে সময় লাগানো) এবং সমস্ত চেষ্টা মেহনত সব বেকার হয়ে যাবে যদি আপনারা এর সাথে সাথে ইলমে দীন এবং যিকরুল্লাহর পরিপূর্ণ ইহতেমাম না করেন। (যেন এই ইলম ও যিকির দুইটি ডানা যা ব্যতীত আকাশে উড্ডয়ন করা যায় না।) বরং ভীষণ ভয় এবং কঠিন আশংকা রয়েছে যে, যদি এই দুই বিষয়ের ব্যাপারে গাফলতি করেন তাহলে এই চেষ্টা মেহনত ফেৎনার উৎস এবং

গোমরাহীর এক নতুন রূপ ধারণ করবে। যদি দীনী বিষয়ে ইলমই না থাকে তাহলে ইসলাম ও ঈমান শুধু রসমী (গতানুগতিক) এবং নামকাওয়াস্তে থাকবে।...[মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস, মালফুয নং ৩৫]

শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. কে লেখা এক পত্রে মাও. ইলিয়াস রহ. উল্লেখ করেন,

"আমার দীর্ঘ দিনের আকাংক্ষা এই যে, তাবলীগের জামাতগুলো বুযুর্গানে দীনের খানকাগুলোতে গিয়ে খানকার পরিপূর্ণ আদব রক্ষা করে সেখানকার ফয়েয-বরকতও গ্রহণ করুক। খানকায় অবস্থানের সময়ের ভিতরেই অবসর সময়ে আশপাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে দাওয়াতের কাজগুলোও যেন জারী থাকে। আপনি এই ব্যাপারে আগ্রহী লোকদের সাথে পরামর্শ করে কোন একটি নিয়ম ঠিক করে রাখুন। বান্দাও কিছু সংখ্যক সাথীসহ এই সপ্তাহেই হাজির হয়ে যাবে। দেওবন্দ এবং থানাভবনে যাওয়ারও ইচ্ছা আছে।" [দীনী দাওয়াত: পৃ. ১০১]

দাওয়াত ও তাবলীগের মেওয়াতী সাথীদের প্রতি লেখা এক চিঠিতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. তাদের হিদায়াত দিয়ে লিখেছেন যে, "তাবলীগে বের হওয়ার খোলাসা (সারকথা) তিন জিনিসকে জিন্দা করা: যিকির, তালীম, তাবলীগ। মেরে দোস্তোঁ আযীযোঁ! তোমাদের এক এক বছর সময় লাগানোর সংবাদ পেয়ে আমার যে আনন্দ হয়েছে তা লিখে প্রকাশ করার মতো না। আল্লাহ কবুল করেন এবং আরো বেশি বেশি তাওফীক দান করেন। আমি কয়েকটি বিষয়ে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি: (১) নিজ নিজ এলাকায় যারা আগেই যিকির শুরু করেছে বা এখন করছে বা শুরু করে ছেড়ে দিয়েছে, তাদের তালিকা করে আমাকে বা শাইখুল হাদীস সাহেবকে লিখে পাঠাবে।

একটু পর লিখেন, এক নম্বরে উল্লিখিত যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যাদেরকে বার তাসবীহের আমল দেওয়া হয়েছে তারা তা যথারীতি পূর্ণ করছে কিনা? এবং তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে আমল শুরু করেছে ? নাকি নিজেদের সিদ্ধান্তে যিকিরকারীদের দেখে দেখে শুরু করেছে? প্রত্যেকের কাছে জিজ্ঞেস করে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত জানাবে। (২) আর যারা বাইআত হয়েছে, তাদের তালিকা এবং তারা বাইআতের পর যে হিদায়াত দেওয়া হয়েছে, তা পালন করছে কিনা তাও লিখবে। যারা বার তাসবীহের যিকির করছে, তাদেরকে রায়পুর গিয়ে [২]একচিল্লা দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। [মাকাতিবে হযরত মাওলানা ইলিয়াস ; পৃ. ১৩৬, মেওয়াতিদের প্রতি ১ নং চিঠি]

আর রায়পুর হলো, সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত একটি এলাকা, এখানে উদ্দেশ্য, রায়পুরে অবস্থিত হযরত শাহ আব্দুর রহীম সাহেব রায়পুরী রহ. এর খলীফা হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেবে রহ. এর খানকা!

হযরত মাও. ইলিয়াস রহ. এর হিদায়াত দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যয়া যে, তিনি প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগকে আত্মশুদ্ধির জন্য মোটেই যথেষ্ট মনে করতেন না; বরং আত্মশুদ্ধির জন্য বুযুর্গানে দীনের খানকায় যাওয়াকে আবশ্যক মনে করতেন। বর্তমানে এ ব্যাপারে গোমরাহী ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, দাওয়াত ও তাবলীগে কয়েক চিল্লা দিয়েই এ মানসিকতা তৈরি হয়ে যায় যে, আমার আত্মশুদ্ধি হয়ে গেছে! অথচ তার এ ধারণা বাস্তবতার বিরোধী বটেই, এমনকি হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গিরও সম্পূর্ণ বিপরীত।

---

[২] *(সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত) রায়পুরে হযরত শাহ আব্দুর রহীম সাহেব রায়পুরীর খলীফা হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেবের খানকায়।*

Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগানোর পাশাপাশি উলামায়ে কেরামের সংশ্রবে ইলম শিক্ষা করা এবং পীর-মাশায়েখের সোহবাতে থেকে আত্মশুদ্ধির মেহনত করাও একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। দীনী পরিবেশে যত জায়গায় ফেতনার সৃষ্টি হয়েছে, তার মূল কারণ হলো, দায়িত্বশীল ও সংশ্লিষ্টদের আত্মশুদ্ধি না থাকা।

খ. দাওয়াতের এ মেহনতকে উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয়েছে, এ বিশ্বাস নিজের মধ্যে ধারণ করে দাওয়াত ও তাবলীগ সহ সকল দীনী বিষয়ে তাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে এবং তাদের সাথে জুড়ে মিলে থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, ঐ উম্মাত ধ্বংস হয়ে গেছে, যে উম্মাত তাদের হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এ কারণেই হযরত আবুল হাসান আলী নদভী রহ. মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করে বলেন যে, আওয়াম ও উলামায়ে কেরামের অপরিচয় ও দূরত্ব কিছুতেই তাঁর বরদাশত ছিল না। এটাকে তিনি উম্মতের বিরাট দুর্ভাগ্য, ইসলামের ভবিষ্যতের জন্য বিরাট খাতরা এবং ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহিতার পূর্ব লক্ষণ মনে করতেন। [দীনী দাওয়াত; পৃ. ১২২]

গ. উলামায়ে উম্মাতের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকা। তাদের সাথে মুহাব্বাত রাখা এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা। কেননা, উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ সমস্ত মেহনতকে বরবাদ করে দেয়। এই উম্মাতের কাছে বিশুদ্ধ দীন পৌঁছিয়েছেন উলামায়ে কেরাম। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নায়েব বা উত্তরাধিকারী। তারা জনগণকে দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য পুরো জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছেন। এইজন্য উম্মাত, উলামায়ে কেরামের কাছে ঋণী।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উলামাদের এই সহযোগিতা দুনিয়ার মতো আখেরাতেও লাগবে। আখেরাতে যে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ও মাদরাসা-মসজিদের হিতাকাংক্ষীরা নিজের আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে অক্ষম হয়ে যাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাফেয ও আলেমদের অনুমতি দিবেন। তারা বেছে বেছে সেই সব মানুষদেরকেই জান্নাতে নিবেন, যারা দীনের কল্যাণকামিতায় উলামায়ে কেরামকে মুহাব্বাত করে মাদরাসা-মসজিদের উন্নতি-অগ্রগতিতে এবং দীনী মেহনত ও দীনী প্রতিষ্ঠানের বিপদাপদে পাশে ছিলো আর সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলো। কাজেই জান্নাতে যেতে উলামায়ে কেরামের সাহায্য লাগবে।

যারা দীনের মেহনত করেন-চাই তাবলীগের সাথী হোন বা চরমোনাইয়ের কর্মী, কিংবা মাদরাসা-মসজিদের কমিটি- যদি এই মেহনতের পরিণতিতে তাদের মনে উলামাদের প্রতি ইজ্জত ও আযমত এবং মুহাব্বত সৃষ্টি না হয়, তাহলে তার মধ্যে দীন আসে নাই। দীনের যত বড় থেকে বড় মেহনতকারীই হোক না কেন, দিলের মধ্যে যদি উলামায়ে দীনের প্রতি অভক্তি, ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকে, তাহলে তার ঐ মেহনত আর দীনদারীর দুই পয়সারও দাম নেই। ফেতনার সময় যে কোনো মূহুর্তে তা কচুপাতার পানির মতই অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে।

ঠিক তেমনিভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের বর্তমান পদ্ধতি-যা হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. শুরু করেছেন- নিঃসন্দেহে দীনের একটি মোবারক এবং বড় মেহনত। কিন্তু যদি এ মেহনতের দ্বারা উলামাদের প্রতি ইজ্জত এবং আযমত ও মুহাব্বাত সৃষ্টি না হয়, তবে বুঝতে হবে তার মধ্যে মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর তাবলীগ আসেনি; বরং অন্য কোনো তাবলীগ এসেছে। কেননা, মাওলানা ইলিয়াস রহ. নিজের দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তান এবং সারাজীবন তিনি উলামায়ে কেরামের

সাথে পরামর্শ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলীগের এ মোবারক কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। হযরতজী ইলিয়াস রহ. এর শায়েখ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী রহ. বলেছেন, "যারা উলামায়ে কেরামের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ এবং বদগুমানী পোষণ করে তাদের চেহারা কবরে কুদরতিভাবে কেবলার দিক থেকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে। যতই তাদের চেহারা কেবলামুখী করা হোক, তা কেবলার দিক থেকে ঘুরে যাবে!"

কাজেই অন্তরে উলামায়ে কেরামের প্রতি আযমত এবং মুহাব্বত থাকা দীন এবং ঈমান পরিপূর্ণ থাকার আলামত। আর যদি অন্তরে উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ, আপত্তি এবং ঘৃণা থাকে তাহলে বুঝতে হবে, দীন ও ঈমানের মধ্যে ঘাটতি আছে। সুতরাং অন্তরে উলামায়ে কেরামের প্রতি ঘৃণা এবং আপত্তি থাকলে মৃত্যুর আগে অতিসত্বর তওবা করে সেই আলেমের কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়া জরুরী এবং আযমত ও মুহাব্বতের সাথে তাদের অনুসরণ ও সহযোগিতা করা অপরিহার্য। অন্যথায় পরিপূর্ণ দীনদার এবং পাক্কা সাচ্চা ঈমানদার হিসেবে দুনিয়া ত্যাগ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে! সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী রহ. বলেন, "মাওলানা ইলিয়াস রহ. দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীদের মধ্যে উলামায়ে কেরামের কোন কথা বা কাজ বুঝে না এলে এর সুব্যাখ্যা গ্রহণ এবং সুধারণা পোষণের অভ্যাস গড়ে তুলতেন।" [দীনী দাওয়াত; পৃ. ১২৩] হযরতজী এটাও বলেছেন যে, "একজন সাধারণ মুসলমান সম্পর্কেও কোন কারণ ছাড়া বদগুমানী (খারাপ ধারণা পোষণ করা) নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করে। আর উলামায়ে কেরামের উপর প্রশ্ন উত্থাপন (বদগুমানী করা) তো এর চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক ও ভয়ংকর। [মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস, মালফুয নং ৫৪]

ঘ. দীনী যে কোনো বিষয়ে উম্মাতের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলে, দীনী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তকেই যথার্থ এবং আমলযোগ্য মনে করা। উলামায়ে কেরামের অনুসরণে সকল ফিতনা থেকে হেফাজতের নিশ্চয়তা। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, যারা উলামায়ে কেরামের প্রতি অন্তরে আযমত ও মুহাব্বত লালন করে এবং উলামায়ে কেরামের জামা'আতের সাথে জুড়ে তাদের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে তারা ভয়ঙ্কর সব ফিতনা আর দীনের নামে বদদীনী থেকে নিরাপদে এবং হেফাজতে থাকে। পক্ষান্তরে যারা উলামায়ে কেরামের নৈকট্য ও অনুসরণ থেকে বিরত থাকে এবং তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে তারাই ফিতনা এবং গোমরাহীতে লিপ্ত হয়। হযরতজী ইলিয়াস রহ. বলতেন, "প্রত্যেক যুগের সবলোকই নিজেদের বড়দের কাছ থেকে ইলম ও যিকিরের সবক নিতেন এবং তারাও তাদের তত্ত্বাবধানে থেকে এবং তাদের দিকনির্দেশনায় তা পরিপূর্ণ করতেন। এমনিভাবে আজও আমরা আমাদের বড়দের (উলামায়ে কেরাম ও বুর্যাগানে দীন) মুহতাজ। অন্যথায়,

ورنہ شیطان کے جال میں پھنس جانے کا بڑا اندیشہ ہے۔

শয়তানের জালে আমাদের ফেঁসে যাওয়ার বড়ই আশংকা রয়েছে।" [মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস, মালফুয নং ১৩৪]

ইতা'আত করার তরীকাঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখতেয়ারীধারী, তাদেরও"। [সূরা নিসাঃ ৫৯]

এ আয়াতে পাকে আল্লাহ তা'আলা তিন সত্ত্বার "ইতাআত" বা অনুসরণ করতে বলেছেন-

১. আল্লাহ তা'আলার অর্থাৎ কুরআনে কারীমের।

২. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অর্থাৎ তাঁর সুন্নাতের [এবং সুন্নাতের ধারক-বাহক সাহাবায়ে কেরামের]।

৩. উলামায়ে কেরাম এবং মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় নেতার। [আয়াতের মধ্যে "এখতেয়ারীধারী" দ্বারা এ দু'শ্রেণিই উদ্দেশ্য।

[দ্রষ্টব্য: তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা নিসাঃ আয়াত ৫৯]

তবে তৃতীয় শ্রেণির ব্যক্তিদের অনুসরণের জন্য শর্ত হলো যে, তারা "হক" [সত্য ও সঠিক পথ ও মত]-এর উপর থাকতে হবে। যদি তারা হকের উপর না থাকে, কোনো ভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো নাজায়িয কাজের হুকুম দেয়, তবে সে উলামায়ে কেরাম এবং রাষ্ট্রীয় নেতার "ইতাআত"ও বৈধ নয়। সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় [হাদীস নং ৪৩৪০] এসেছে যে, নবীজি এক আনসারী ব্যক্তিকে একটি ছোট দলের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করলেন এবং লোকদেরকে তাঁর অনুসরণ করতে বললেন। উক্ত ব্যক্তি অধীনস্থ সাহাবায়ে কেরাম থেকে তার "ইতাআত"-এর স্বীকৃতি নিয়ে লাকড়ী জমা করতে এবং আগুন জ্বালাতে নির্দেশ দিলো। অতঃপর যখন আগুন জ্বালানো হলো, তখন উক্ত ব্যক্তি অধীনস্থ সাহাবায়ে কেরামকে আগুনে প্রবেশ করার আদেশ প্রদান করলো! কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এ "ইতাআত" থেকে বিরত থাকলেন এবং বিষয়টি নবীজির কাছে গিয়ে উত্থাপন করলেন।

তখন নবীজি বললেন, "যদি তোমরা আগুনে প্রবেশ করতে, তবে কেয়ামত পর্যন্ত আর তা থেকে বের হতে পারতে না। "ইতাআত" কেবল পুণ্যের মধ্যে [বৈধ আছে]"।

ইতাআতের শরয়ী হুকুমঃ

সারকথা, উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় বুঝে আসেঃ

(১) কোনো স্থানের "ইতাআত" বৈধ নয়। যদিও তা অনেক বরকতময় হোক না কেন। কেননা, তা উল্লিখিত তিন শ্রেণিসত্ত্বার অন্তর্ভুক্ত নয়।

(২) কোনো জাহেল বা অজ্ঞ ব্যক্তির অনুসরণ বৈধ নয়।

(৩) কোনো আলেমের "ইতাআত" ততক্ষণ বৈধ হবে, যতক্ষণ সে হকের উপর থাকবে।

বর্তমানে কিছু তাবলীগের সাথীদের ভ্রান্তিঃ

বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলীগে যে ফেতনা হচ্ছে, আমাদের এক শ্রেণির ভাইয়েরা তিনটি ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন-

ক. তাঁরা বলছেন, "আমরা নিযামুদ্দীনের ইতাআতে আছি এবং থাকবো"। এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে উক্ত আয়াতের বিরোধী এবং গোমরাহীর রাস্তা। কেননা, কোনো স্থান, কখনো কাউকে হিদায়াত দিতে পারে না; হ্যাঁ, ব্যক্তি হিদায়াতের মাধ্যম হতে পারে, যতক্ষণ সে হকের উপর থাকবে। আর এ কথাটির অর্থ যদি এটা হয় যে, "মাওলানা ইলিয়াস রহ. যেহেতু নিযামুদ্দীন থেকে এ মোবারক মেহনত শুরু করেছেন, কাজেই নিযামুদ্দীনের নেতৃত্বে যেই আসবে, আমরা তাঁর অনুসরণ করবো" তবে এ অর্থও নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতা। কেননা, নবীজি তো দীনের দাওয়াত শুরু করেছিলেন মক্কা-মদীনায়, কিন্তু তাই বলে কি কুরআনে কিংবা হাদীসে মক্কা-মদীনাকে স্থান হিসাবে এ মর্মে অনুসরণের বৈধতা দেওয়া হয়েছে যে, মক্কা-মদীনা থেকে যে যাই বলুক, যদিও তা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী হয়, তবুও তার অনুসরণ করতে হবে..! কখনোই নয়। কাজেই "নিযামুদ্দীনের ইতাআতে আছি" এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে গোমরাহীর কথা এবং উক্ত আয়াতের বিরোধী।

খ. দাওয়াত ও তাবলীগ একটি দীনী কাজ হওয়া সত্ত্বেও তারা এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের নেতৃত্ব মানছেন না। তাদের ধারণা হলো যে, দাওয়াত ও তাবলীগের এ কাজ প্রচার-প্রসার লাভ করার পেছনে উলামায়ে কেরামের কোনো পৃষ্ঠপোষকতা নেই; বরং পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে, "আওয়ামের বা সাধারণ জনসাধারণের। এ ধারণার কারণে তারা দীনী বিষয়ে জাহেল বা অজ্ঞলোকদের অনুসরণ করাকে "নিযামুদ্দীনের ইতাআত" নাম দিয়ে এটাকে শরীআতের অনুসরণ মনে করছে এবং উলামায়ে কেরামের উপর "বদগুমানী" [খারাপ ধারণা] করছে।

তাদের এ কর্মপন্থা নিঃসন্দেহে গোমরাহী! কেননা, (আগেই বলা হয়েছে) এ কাজ উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে এবং তাদেরই

পৃষ্ঠপোষকতায় উৎকর্ষতা অর্জন করেছে এবং এখনও তাদের সমর্থন ও সহযোগিতার কারণেই তা টিকে আছে। কোনো দীনী কাজ উলামায়ে কেরামের সমর্থন ছাড়া কখনোই টিকে থাকতে বা প্রসার লাভ করতে সক্ষম হয় না। মাওলানা ইলিয়াস রহ. নিজে আলেম ছিলেন, তিনি মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ., মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. এর সোহবাতে ও থানভী রহ. এর প্রত্যক্ষ পরামর্শে এবং মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ., মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রহ., মুফতিয়ে আজম শফী উসমানী রহ., দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা ক্বারী তাইয়েব সাহেব, দিল্লীর আব্দুর রব মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ শফী' সাহেব, সাহারানপুর মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার নাযিম মাওলানা আব্দুল লতীফ সাহেব, দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদ মাওলানা ই'যায আলী সাহেব ও শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ. সহ সমকালীন সকল বুযুর্গানে দীনের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাজ শুরু করেছিলেন এবং তাদেরই পরামর্শ মত এ কাজের নকশা নির্ধারণ করেছেন। মাওলানা ইলিয়াস রহ. নিজেই বলেছেন, যে, এ কাজের বরকত মূলত হযরত [থানভী রহ.]-এর দু'আরই ফসল! [বিস্তারিত দেখুন:দীনী দাওয়াত; পৃষ্ঠা.৫৭, ৮০, ১১৪,১১৫, ১২৬-১২৭], [তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ : পৃ. ১৭৩]

বাংলাদেশেও এ কাজ শুরু করেছিলেন, হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.[সদর সাহেব হুজুর], বড় হুজুর মাওলানা আব্দুল আজীজ রহ. এর মাধ্যমে। যদ্দরুন বাংলাদেশে তাবলীগের প্রথম মারকায ছিলো বড় হুজুরের গ্রাম বর্তমান বাগেরহাটের উদয়পুরে। কাজেই তাবলীগের এ কাজ প্রচার-প্রসার লাভ করার পেছনে উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতা নেই- এ কথা নিঃসন্দেহে গোমরাহী!

দ্বিতীয়ত, অন্ধ ব্যক্তি কখনো কাউকে রাস্তা দেখাতে পারে না। অন্ধকার কখনো অন্ধকার দূর করতে সক্ষম হয় না। মাওলানা ইলিয়াস রহ. বলে গেছেন, "এই সিলসিলায় একটি উসূল এই যে, স্বাধীনভাবে ও নিজের মনমত না চলা। বরং নিজেকে ঐ সমস্ত বুযুর্গদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করা, যাদের উপর দ্বীনী বিষয়ে আমাদের পূর্ববতী আকাবির হযরতগণ আস্থা রেখে গেছেন।" এরপর হযরত বলেছেন, "দ্বীনের কাজে

আস্থা রাখার জন্য বহুত সতর্কতা ও হুশিয়ারীর সাথে [অনুসৃত ব্যক্তি] নির্বাচন করা জরুরী। অন্যথায় অনেক বড় ধরনের গোমরাহীর আশঙ্কা রয়েছে"। [মনযূর নোমানী রহ. কৃত "মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস":১৪৩ নং মালফুয] । কাজেই দাওয়াত ও তাবলীগের এ দীনী কাজে সাধারণ জনগণের নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার অর্থ হলো, অন্ধের অনুসরণ করা, যা নিঃসন্দেহে গোমরাহী।!

গ. আরেকটি ভ্রান্তি হলো, আমাদের এক শ্রেণির ভাইয়েরা এখনও মাওলানা সা'আদ সাহেবকে অনুসরণীয় জ্ঞান করছেন! অথচ সা'আদ সাহেব থেকে এমন অনেক বক্তব্য এবং কর্মপদ্ধতি পাওয়া গেছে, যা নিঃসন্দেহে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এবং সে বিতর্কিত বিষয়গুলো থেকে তিনি এখনও যথাযথভাবে ফিরে আসেননি। যদ্দরুন তাকে এ মুহূর্তে অনুসরণ করা শরীআতের দৃষ্টিতে নিষেধ! মাওলানা ইলিয়াস রহ. যে মাদরাসায় পড়াশোনা করেছেন, সে দারুল উলূম দেওবন্দ সহ পুরা বিশ্বের উলামায়ে কেরাম সা'আদ সাহেবের ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সা'আদ সাহেব যথাযথভাবে সে ভুল থেকে ফিরে আসেননি।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে, কাজেই জীবিত কোনো মানুষের ব্যাপারে এমন ধারণা না করা যে, তার থেকে কোনো ভুল প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন-"তোমাদের কেউ যেন কারো এমনভাবে অনুসরণ না করে যে, সে [অনুসৃত ব্যক্তি] ইমান আনলে, সেও [অনুসরণকারী ব্যক্তিও] ঈমান আনে। সে কুফরী করলে সেও কুফরী করে। যদি কারো অনুসরণ করতেই হয়ে, তবে মৃত ব্যক্তিদের অনুসরণ করো, কেননা, জীবিতগণ ফেতনার আশঙ্কামুক্ত নন। [তবরানী কাবীর;হা.নং ৮৭৬৪ মাজমাউয যাওয়ায়েদ; হা.নং ৮৫০ হাদীসটির সনদ হাসান]

ভুল স্বীকার করে সংশোধন করতে থানভী রহ. এর ভূমিকাঃ

হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. "আন নূর" পত্রিকায় একটি কলাম এ জন্য বরাদ্দ করেছিলেন যে, যে বিষয়গুলোতে কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী দলীল-প্রমাণের আলোকে হযরতের

ভুল ধরে দিবেন, হযরত উক্ত কলামে সে ভুল স্বীকার করে সংশোধনী দেবেন।

ভুল স্বীকারে মাওলানা ইলিয়াস রহ.এর ভূমিকাঃ

মাওলানা ইলিয়াস রহ. একবার নবাগত এক দাড়িহীন যুবকের চোয়ালে হাত বুলিয়ে দাড়ি রেখে দেওয়ার অনুরোধ করলে যুবকটি যখন হযরতের সোহবাতে আসা বন্ধ করে দিলো, তখন ইলিয়াস রহ. নিজের ভুল শিকার করে বললেন, "আমি ঠান্ডা তাওয়ায় মাছ ঢেলে দিয়েছি।" অর্থাৎ তাওয়া গরম হওয়ার পর তাতে মাছ দিলে তা ভুনা করা সম্ভব, অন্যথায় ভুনা হবে না।

ভুল স্বীকারের একটি পদক্ষেপঃ

আমি আমার লিখিত সকল কিতাবের ভূমিকায় এ কথা লিখে দিয়েছি যে, এ কিতাবকে ত্রুটিমুক্ত করতে আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তদুপরি কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী ভাই যদি তাতে কোনো ভুল দেখতে পান, তবে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা শুধরে নেবো।

ভুল হলে করণীয়ঃ

কাজেই মানুষ থেকে ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সে ভুল কে চলতে দেওয়া যাবে না; বরং ধরিয়ে দিতে হবে। কেননা, হাদীসে এসেছে যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য 'আয়না' স্বরূপ। আর ধরিয়ে দেওয়ার পর ভুলের শিকার ব্যক্তির দায়িত্ব হলো, (ক) ভুল মেনে নেওয়া (খ) ভুল গোপনে করে থাকলে গোপনে আর প্রকাশ্যে করে থাকলে প্রকাশ্যে নিজের ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে সঠিক বিষয়টার ঘোষণা করে দেওয়া। সাহাবী হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল রাযি. কে নবীজি ওসীয়্যত করে বলেন, "তুমি প্রকাশ্যে [গোনাহ] হলে প্রকাশ্যে [তাওবা করো], গোপনে [গোনাহ] হলে গোপনে [তাওবা করো]। [তবরানী কাবীর; হা.নং ৩৩১, মাজমাউয যাওয়ায়েদ; ১৬৭৫৩] (গ) যে ভুল ধরিয়ে দিয়েছে, তার শোকর আদায় করা যে,

ভাই তুমি আমার ভুল ধরিয়ে দিয়ে উপকার করেছো, অন্যথায় যারা যারা আমার এ ভুলের উপর আমল করতো, তাদের সকলের দায়ভার আমার উপর আসতো!

হযরত মাওলানা সা'আদ সাহেব প্রসঙ্গ

মাওলানা সা'আদ সাহেবের প্রতি উলামায়ে কেরামের আস্থা না থাকার মৌলিক কারণগুলো হলো-

১. দীনের বিভিন্ন বিষয়ের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

২. তাবলীগের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে তাবলীগ ব্যতীত দীনের অন্যান্য মেহনতকে (যেমন, মাদরাসা শিক্ষা, তাসাওউফ ইত্যাদি) হেয় এবং গুরুত্বহীন সাব্যস্ত করা।

৩. পূর্ববর্তী মুরুব্বীদের কাজের উসূল থেকে সরে যাওয়া।

এ তিনটি বিষয়ে উলামায়ে কিরাম বিস্তারিতভাবে তাদের অভিযোগ ও আপত্তি পেশ করেছেন। উপমহাদেশের উলামায়ে কেরামের 'সারে তাজ' দারুল উলূম দেওবন্দ, সাদ সাহেবের ব্যাপারে তাদের সর্বশেষ যে অবস্থান তুলে ধরেছেন, তা সবিশেষ লক্ষণীয়ঃ[৩]

"এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করা জরুরী। সেটা হলো, এই (মূসা আ. এর) ঘটনার বিষয়েতো মাওলানা (সা'আদ সাহেবে)-র রুজুকে সন্তোষজনক বলা যায়, কিন্তু তাঁর চিন্তাগত বিচ্যুতির ব্যাপারে দারুল উলুমের পক্ষ থেকে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিলো, সে আশঙ্কা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, কয়েকবার রুজুর পরও কিছুদিন পর পর তার এমন কিছু নতুন বয়ান আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে,

---

[৩] *দারুল উলূমের উল্লিখিত 'ওজাহাতনামার' জন্য পাঠক দারুল উলূমের ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারেন।* ***www.darululoom-deoban.com***

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

যেগুলোর মধ্যে আগের সেই মুজতাহিদসুলভ আন্দায, ভুল প্রমাণপদ্ধতি এবং দাওয়াতের ব্যাপারে নিজের বিশেষ চিন্তার সাথে শরী'আতের বক্তব্যকে অন্যায়ভাবে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা বিদ্যমান। এই কারণে শুধু দারুল উলুমের দায়িত্বশীলগণই নন, বরং অন্যান্য হক্কানী উলামায়ে কেরামদের মাঝেও মাওলানা (সা'আদ) সাহেবের 'সামগ্রিক চিন্তার' ব্যাপারে প্রচন্ড রকমের অনাস্থা রয়েছে।

মাওলানা (সা'আদ) সাহেবের এই অনর্থক ইজতিহাদ দেখে মনে হয় যে, আল্লাহ না করুন, তিনি এমন এক নতুন দল তৈরির দিকে চলেছেন, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশেষ করে নিজেদের আকবিরদের থেকে ভিন্ন রকমের হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আকাবির ও পূর্বসুরীদের পথ ও পদ্ধতির উপর অটল রাখুন। আমীন।"

কাজেই মাওলানা সা'আদ সাহেবের প্রসঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় হলোঃ

১. যেহেতু বিষয়টি দীনী বিষয়, এবং এমন একটি বিষয়, যুগ যুগ ধরে যার পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছেন উলামায়ে কেরাম, কাজেই আমাদের উচিত হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাকরাইল এবং অন্যান্য স্থানের উলামায়ে কেরামের পরামর্শ অনুযায়ী নিজেদের পরিচালিত করা।

২. দ্বিতীয়ত, এ মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে, ইসলামে স্থান বা ব্যক্তির পূজা করা নিষেধ। কোনো স্থান কখনোই অনুসরণীয় হতে পারে না। মক্কা-মদীনা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বরকতময় স্থান, কিন্তু কুরআন-হাদীসে কোথাও বলা হয়নি যে, মক্কা-মদীনার অনুসরণ করতে হবে। হ্যাঁ, ব্যক্তি অনুসরণীয় হতে পারে, যতক্ষণ সে হকের উপর থাকবে। খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. একদিন জুম'আর নামাযের খুতবায় সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি কুরআন-হাদীসের

বিপরীত কোনো কাজ করি তাহলে তোমরা কী করবে? উত্তরে একজন যুবক দাঁড়িয়ে তলোয়ার কোষমুক্ত করে বললো, আমরা বুঝাতে সক্ষম না হলে এই তলোয়ার দিয়ে আপনাকে সোজাপথে আনা হবে।

৩. তৃতীয়ত, মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে, কাজেই জীবিত কোনো মানুষের ব্যাপারে এমন ধারণা না করা যে, তার থেকে কোনো ভুল প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন-

لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن، وإن كفر كفر، وإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت ; فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة

তোমাদের কেউ যেন কারো এমনভাবে অনুসরণ না করে যে, সে [অনুসৃত ব্যক্তি] ঈমান আনলে, সেও [অনুসরণকারী ব্যক্তিও] ঈমান আনে। সে কুফরী করলে সেও কুফরী করে। যদি কারো অনুসরণ করতেই হয়, তবে মৃত ব্যক্তিদের অনুসরণ করো, কেননা, জীবিতগণ ফেতনার আশঙ্কামুক্ত নন। তবরানী কাবীর; হা.নং ৮৭৬৪ মাজমাউয যাওয়ায়েদ; হা.নং ৮৫০ হাদীসটির সনদ হাসান।

৪. চতুর্থত, দাওয়াত ও তাবলীগের প্রাণপুরুষ হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর মালফুয আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবেঃ

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ. ইরশাদ করেন, “এই সিলসিলার একটি উসূল এই যে, স্বাধীনভাবে ও নিজের মনমত না চলা। বরং নিজেকে ঐ সমস্ত বুযুর্গদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করা যাদের উপর দীনী বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী আকাবির হযরতগণ আস্থা রেখে গেছেন। যে সকল বুযুর্গদের আল্লাহ তা‘আলার সাথে খাস সম্পর্ক রয়েছে- বুঝা যায় এবং সেটা সর্বস্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সাহাবা কেরাম রাযি. এর সাধারণ মাপকাঠি এটিই ছিল যে নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের উপর বেশী আস্থা রাখতেন তারাও তাদের উপর বেশী আস্থা রাখতেন। পরবর্তীতে

যুগে আস্থারযোগ্য ঐসমস্ত বুযর্গানে দীন ছিলেন যাদের উপর হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি. রেখে গেছেন। দীনের কাজে আস্থা রাখার জন্য বহুত সতর্কতা ও হুশিয়ারীর সাথে নির্বাচন করা জরুরী। অন্যথায় অনেক বড় ধরনের গোমরাহীর আশঙ্কা রয়েছে। [মালফুযাত:১৪৩ নং মালফুয]

কাজেই বর্তমানে নিযামুদ্দীনকে অনুসরণীয় মনে করা যেমন ভুল, তেমনি সা'আদ সাহেবের ভুল হওয়ার পরও [গ্রহণযোগ্য রুজু না হওয়া পর্যন্ত] তার অনুসরণ করা, কিংবা তাকে ভুলের উর্ধ্বে জ্ঞাণ করা, কিংবা নিযামুদ্দীনের প্রবীন মুরুব্বীদের তত্ত্বাবধান, দারুল উলূম দেওবন্দ সহ পুরো বিশ্বের উলামায়ে কেরামের অনাস্থা প্রকাশের পরও তাকে মেনে নেয়া এবং মান্য করা নিঃসন্দেহে গোমরাহী।

এ গোমরাহী থেকে বাঁচার জন্য যতদিন পর্যন্ত সা'আদ সাহেব নিম্নোক্ত দুটি কাজ না করবেন, ততদিন তাকে অনুসরণ করার অর্থ হবে একটি "গোমরাহ দল" সৃষ্টিতে সহায়তা করাঃ

ক. সবধরনের বিতর্কিত বক্তব্যের ব্যাপারে প্রকাশ্যে, স্পষ্ট শব্দে ভুল স্বীকার করে সঠিক ব্যাখ্যা দিবেন এবং এ রুজুর উপর তিনি অটল-অবিচল থাকবেন। কেবল দারুল উলূমের সামনে তাওবা করলে হবে না। কেননা, তাওবার নিয়ম হলো যে, অপরাধ প্রকাশ্যে হলে প্রকাশ্যে আর গোপনে হলে গোপনে তাওবা করতে হবে। সাহাবী হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল রাযি. কে নবীজি ওসীয়্যত করে বলেন,

عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر، وشجر، وما عملت من سوء فأحدث لله فيه توبة، السر بالسر، والعلانية بالعلانية

অর্থঃ তুমি যথাসম্ভব আল্লাহর ভয় অর্জন করো। প্রত্যেক পাথর এবং গাছের নিকটে আল্লাহর যিকির করো। আর যে গুনাহের কথা তোমার মনে আছে, তার ব্যাপারে তাওবা করো। প্রকাশ্যে [গুনাহ] হলে প্রকাশ্যে

[তাওবা করো], গোপনে [গুনাহ] হলে গোপনে [তাওবা করো]। [তবরানী কাবীর; হা.নং ৩৩১, মাজমাউয যাওয়ায়েদ; ১৬৭৫৩]

কাজেই সা'আদ সাহেব যেহেতু বিতর্কিত বক্তব্যগুলো আম বয়ানে বলেছেন, কাজেই তাওবা এবং রুজুও আম বয়ানে হতে হবে। এক একটি ভুল উল্লেখ করবেন, আত্মস্বীকৃতি দিবেন, এবং সঠিক বিষয়টি তুলে ধরবেন।

খ. তাবলীগের পূর্ববর্তী তিন হজরতজীর "নির্দেশিত পন্থায়" তাবলীগের কাজ করবেন এবং এ জন্য নিযামুদ্দীনের প্রবীণ মুরুব্বীদেরকে নিযামুদ্দীনে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে চোখের সামনে রেখে, দেখে দেখে, তাদের পরামর্শমত চলবেন।

গ. দারুল উলূম দেওবন্দ সহ বিশ্বের হক্কানী উলামায়ে কেরামের জামা'আত তাঁকে "আস্থাশীল" হিসাবে ঘোষণা দিবেন। যতদিন পর্যন্ত তিনটি বিষয় না পাওয়া যাবে, ততদিন তাকে অনুসরণ করার অর্থ হবে একটি "গোমরাহ দল" সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

৫. মাওলানা সা'আদ সাহেবের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের এ সুস্পষ্ট অবস্থানের পরও দাওয়াত ও তাবলীগের যে সকল সাথী নিযামুদ্দীনের ইতাআতের নামে মাওলানা সা'আদ সাহেবের ইতাআতের উপর থাকবে, তাদের ব্যাপারে হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও তাদের মতাদর্শী সাথীদের [চরম পন্থায় না গিয়ে হিকমাতের সাথে] কঠোর অবস্থানে যেতে হবে, যাতে তারা [নিযামুদ্দীনের অনুসারীরা] কোনো ধরণের ফেতনা সৃষ্টি করা কিংবা উলামাদের প্রতি বিদ্বেষ তৈরির অবকাশ না পায়। কাজেই তাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের শিরোনামে কোনো ধরণের মাশওরা, গাশত, জোড় ইত্যাদির সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না। বরং তাবলীগের এ কাজগুলো হক্কানী উলামায়ে কেরাম এবং তাদের মতাদর্শী সাথীরা সা'আদ সাহেবের পূর্ববর্তী তিন হজরতজীর "নকশা" অনুযায়ী পরিপূর্ণরূপে আঞ্জাম দিবেন।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৬. দাওয়াত ও তাবলীগের এ কাজ উলামায়ে কেরামের কাজ, তারাই এ কাজের পৃষ্ঠপোষক এবং মূল দায়িত্বশীল। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতেও তাদেরকেই এ কাজের "রাহবারের" ভূমিকা পালন করতে হবে। এ কারণে সকল মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট আমার বিনীত নিবেদন হলো যে, জামি'আর এক/একাধিক উস্তাদকে দরস্-তাদরীসের ব্যস্ততা কম দিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের জন্য ফারেগ করে দিবেন। যেন তিনি জামি'আর পক্ষ হতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

তবে, সবসময়ের জন্য লক্ষ রাখতে হবে যে, মাওলানা সা'আদ সাহেবের রুজুর স্বীকৃতি দেয়ার আগ পর্যন্ত জনসাধারণ তার অনুসরণ ত্যাগ করলেও, হক্কানী উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সর্বাবস্থাতেই চালিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে কোন অলসতা করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com